বার্ষিক প্রতিবেদন
১৯৯৯ ইং

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট
(ও,আর,এ)
২৭১/৭ ,জাফরাবাদ,শংকর
মোহাম্মদপুর ,ঢাকা - ১২০৭।

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ)
নোয়াকান্দি,করিমগঞ্জ
কিশোরগঞ্জ ।

অবতারনা

হাওর বাওরের অঞ্চল কিশোরগঞ্জ জেলা ।এ জেলারই একটি থানা নাম যার করিমগঞ্জ । করিমগঞ্জ থানাটিরও অর্ধেক এলাকা জুড়ে রয়েছে হাওর অঞ্চল । ঐ এলাকায় বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ই থাকে পানি ।ঐপানি বন্দীকালীন সময়ে গরীব মানুষের আয় রোজগারের কোন উপায় থাকেনা । তাই শুকনো মৌসুমে যা উপার্জন করে তাই পানি বন্দিকালীন সময়ে বসে বসে শেষ করে । তাই সারা দেশের ন্যায় এখানেও রয়েছে বেকারত্ব ,অন্ন ,বস্ত্র, শিক্ষা ও বাসস্থানের অভাব ।এ সকল বিবিধ সমস্যা সমাধান করে তাদের উন্নতি কল্পে অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) নামক সংস্থাটি ১৯৮৮ সনের জুন মাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । হাজারো সমস্যাযুক্ত দরিদ্র মানুষের সমস্যা সমাধান করা ও,আর,এ -এর পক্ষে সম্ভব নহে । ও,আর,এ জন্মলগ্ন থেকে দরিদ্র মানুষের দারিদ্রতা বিমোচনের লক্ষ্যে সমস্যা সমাধানের কৌশলগুলো বাতলিয়ে সে মোতাবেক কাজ করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে । ও,আর,এ মনে করে একজন মানুষের দারিদ্রতা বিমোচনের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন শিক্ষা ,একতা ,অর্থ । তাই ও,আর,এ বর্তমানে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সহযোগী সংগঠনের আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীতার মাধ্যমে সে লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে ।

এ প্রতিবেদন ও,আর ,এ -এর কার্যক্রমের পরিধি কিছুটা হলেও প্রতিফলন ঘটাবে । প্রতিবেদনটি দেরীতে প্রকাশিত হওয়ার জন্য দুঃখিত । প্রতিবেদনের মাঝে কোন ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ভবিষ্যতে শুধরানোর পরামর্শ প্রদান করলে কৃতজ্ঞ থাকব ।

এই প্রতিবেদন প্রণয়নের যারা সহযোগীতা করেছেন তাদের সবাইকে বিশেষ করে সংস্থার পরিচালক জনাব সাঈদা সোখায়না কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি । আমি সকলের অকৃত্রিম সহযোগীতার জন্য কৃতজ্ঞ ।

শুভেচ্ছান্তে

ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
ও,আর,এ করিমগঞ্জ ।

প্রধান অফিস

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ)
নোয়াকান্দি , করিমগঞ্জ
কিশোরগঞ্জ ।

ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
ও,আর,এ করিমগঞ্জ
কিশোরগঞ্জ ।

ঢাকা অফিস

ও,আর,এ,২৭১/৭, (নীচ তলা)
জাফরাবাদ,(পুরাতন ঢালাই কারখানা এলাকা)
শংকর, মোহাম্মদপুর,ঢাকা -১২০৭ ।
ফোন নং - ৯১২৯৪১০

শাখা অফিস

১ । মোঃ আবুল খায়ের শাখা ব্যবস্থাপক নোয়াকান্দি করিমগঞ্জ-কিশোরগঞ্জ	২ । সমীর মোহন আচার্য্য শাখা ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) নান্‌শ্রী, পোঃ নান্‌শ্রী করিমগঞ্জ - কিশোরগঞ্জ	৩ ।মোঃ গোলাম ,মোস্তফা শাখা ব্যবস্থাপক(ভারপ্রাপ্ত) নিয়ামতপুর করিমগঞ্জ - কিশোরগঞ্জ

প্রকল্প অফিস

১ । মো: জহিরুল ইসলাম
শাখা ইনচার্জ
হোসেনপুর শাখা
হোসেনপুর , কিশোরগঞ্জ

২ । সরকার কবীর উদ্দীন
শাখা ইনচার্জ
ও,আর,এ, চর মধুয়া শাখা
চর মধুয়া বাজার, রায়পুরা
নরসিংদী ।

ভূমিকা

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) একটি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।এ প্রতিষ্ঠানের আত্ম প্রকাশ ঘটে ১৯৮৮ সনের ১লা জুন কিশোরগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত করিমগঞ্জ থানার আওতাধীন জয়কা ইউনিয়নের রামনগর নামক অবহেলিত এক নিভৃত পল্লীতে। এর উদ্যোগতা এবং প্রতিষ্ঠাতা হলেন ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম। শুরুতে অর্গানাইজেশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ও,আর,ডি) নামে ইহা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি যারা সমাজে অবহেলিত, জীবন যাত্রা সাধারণ মানের নীচে অবস্থান করছে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪ ই এপ্রিল ১৯৯১ তারিখে সমাজ সেবা বিভাগ ময়মনসিংহ কর্তৃক নিবন্ধীকৃত হয় যার নিবন্ধন নম্বর কিশোর ০১৬৫। কিন্তু ১৯৯৪ সনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধন করার সময় সংস্থার নাম কিছুটা পরিবর্তন করে বর্তমান নামাকরণ অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) করা হয় এবং যার নিবন্ধন নম্বর ৮২৮ তাং ০৯-০৫-১৯৯৪ ইং ।

সংস্থার লক্ষ্য ঃ
সামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র, অবহেলিত পুরুষ মহিলা জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ।

সংস্থার উদ্দেশ্য ঃ
সংস্থা তার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে ঃ

- লক্ষিত জনগোষ্ঠিকে দল সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করা ।
- লক্ষিত জনগোষ্ঠির মাঝে সঞ্চয়ের অভ্যাসের মাধ্যমে সঞ্চয় তহবিল গঠন করা ।
- সংগঠিত দলে ঋনদানের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা ।
- বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরন করা ।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক বৈষ্যমতা দূর করা ।
- স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ ও ব্যক্তি স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ।
- দলগঠনের মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়ন ।
- কৃষি ,বনায়ন ও মৎস ক্ষেত্রের উন্নয়ন ।
- ভোটার এডুকেশন এর মাধ্যমে গণতন্ত্রায়ন ।
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ।
- উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যমে এইডস ও মাদকাশক্তি রোধকরণ ।

বর্তমান কর্ম এলাকা ঃ

সংস্থাটি কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার বিভিন্ন থানার নিম্ন বর্ণিত এলাকায় কাজ করে যাচ্ছে ।

জেলা		থানা		ইউনিয়ন		গ্রামের
সংখ্যা	নাম	সংখ্যা	নাম	সংখ্যা	নাম	সংখ্যা
০১	কিশোরগঞ্জ	১.	কিশোরগঞ্জ সদর	১	বৌলাই	৪টি
				২	কর্ষাকরিয়াইল	১টি
		২.	করিমগঞ্জ	১	জাফরাবাদ	৫টি
				২	নিয়ামতপুর	৪টি
				৩	সুতারপাড়া	২টি
				৪	কাদিরজঙ্গল	২টি
				৫	গুজাদিয়া	১টি
				৬	নোয়াবাদ	১৬টি
				৭	গুনধর	১টি
				৮	জয়কা	১২টি
				৯	দেহুন্দা	৬টি
				১০	বারঘরিয়া	৬টি

				১১	করিমগঞ্জ	১০টি
		০৩	তাড়াইল	০১	দামিহা	৪টি
		০৪	ইটনা	০১	বড়ইবাড়ী	১টি
		০৫	হোসেনপুর	০১	আড়াইবাড়ীয়া	১৬টি
		০৬	ভৈরব	০১	কালিকাপ্রাসাদ	১০টি
০২	নরসিংদী	০১	রায়পুরা	০১.	রায়পুরা	০৮টি
মোট	০২	০৭		১৮		১০৯ টি

বর্তমান কর্মসূচী ঃ

ও,আর,এ বর্তমানে নিম্নলিখিত কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে ঃ

* দলগঠন ও সঞ্চয় তহবিল গঠন ।
* বয়স্ক শিক্ষা ।
* ঋণ দান ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ।
* নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন ।
* প্রশিক্ষণ(সাধারন ও কারিগরী) ।
* গনতন্ত্রায়ণ ও ভোটার এডুকেশন ।
* বনায়ণ ও মৎস ।
* এইড্স ও মাদকাশক্তি প্রতিরোধ ।
* কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ।
* স্থানীয় নির্ভর কৃষি ফার্মিং ব্যবস্থা ।

শাখা অফিস ঃ ৩টি ক) করিমগঞ্জ খ) নানশ্রী গ) নিয়ামতপুর

প্রকল্প অফিসঃ ২টি ক) হোসেনপুর খ) রায়পুরা

মোট কর্মী

নিয়মিত কর্মী			প্রকল্প কর্মী			সর্বমোট
পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১৩	০৯	২২	৬৩	১০৩	১৬৬	১৮৮

মোট দল

পুরুষ	মহিলা	মোট
০৪	২২৯	২৩৩

মোট সদস্য

পুরুষ	মহিলা	মোট
৬৮	৩১৪১	৩২০৯

বর্তমান দাতা সংস্থার নাম ও কার্য্যক্রম ঃ

ক্রমিক নং	দাতা সংস্থা	কার্যক্রম
ক.	সংস্থা ও উপকারভোগী	সঞ্চয়
খ.	পল্লীকর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন ও সংস্থা	ঋনদানের মাধ্যমে আয় ও কর্ম সংস্থান
গ.	এন,জি,ও,ফোরাম ফর ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন
ঘ.	UNICEF/এন,জি,ও ফোরাম, ঢাকা	প্রশিক্ষন
.	স্যাপ-বাংলাদেশ	মানব সম্পদ উন্নয়ন
চ.	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর , প্রাথমিক ও গন শিক্ষা বিভাগ,বাংলাদেশ ।	বয়স্ক শিক্ষা
ছ)	CARE-BANGLADSH	নিবিড় কৃষি ফার্মিং ব্যবস্থাপনা
জ)	প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	পুকুরে মাছের মিশ্র চাষ

কর্মসূচী ভিত্তিক পরিচিতি ঃ

দলগঠন ও সঞ্চয় তহবিল গঠন ঃ

ও,আর এ, তার মূল লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টা সমূহে যে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে তা হলো দল সংগঠন। কেননা ও,আর,এ বিশ্বাস করে যে প্রতিটি মানুষেরই সৃষ্টিশীল প্রতিভাসমূহ সুপ্ত থাকে যা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ সৃষ্টিশীল প্রতিভাসমূহের বিকশিত করতে পারা যায়। মানুষের সেই সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য চাই সাংগঠনিক শক্তি।আর দলসংগঠনের মাধ্যমে পরস্পরের সহযোগীতার সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পরের সৃষ্টিশীল ধারনা ,বিশ্বাস , ক্ষমতা একত্রিত হয়ে একটি শক্তি সৃষ্টি হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে এই সহযোগীতার অভাবের ফলে তাদের উন্নতির অন্তরায় দিকগুলো তাদের উন্নতিকে বাধাগ্রস্থ করছে। এবং একশ্রেনীর স্বার্থান্বেশীমহল তাদের নির্যাতন চালিয়ে শোষন করে যাচ্ছে। এই স্বার্থান্বেশীমহল থেকে পরিত্রান পেতে হলে চাই সাংগঠনিক শক্তি।

শুধুমাত্র দল সংগঠন হলে চলবেনা,দরকার মজবুত সাংগঠনিক শক্তি। আর সেই সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন অর্থের। কিন্তু সেই অর্থ আসবে কোথা থেকে? সেই অর্থ আসার একমাত্র উপায় হলো সঞ্চয়। তাই ও,আর,এ তার লক্ষীত জনগোষ্ঠীর মাঝে সঞ্চয়ের অভ্যাস করানোর মাধ্যমে এই তহবিল গঠনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ।

ডিসেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত দলগঠন ও সঞ্চয় তহবিল গঠনের সার্বিক তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পুরুষ	মহিলা	মোট	মোট সঞ্চয়
	দল সংগঠন	০৮টি	২২৯	২৩৩	
০২	দলীয় সদস্য	৬৮	৩১৪১	৩২০৯	১১,৮৩,২৪৬.০০

ঋন দান কর্মসূচীঃ

ঘ) ও,আর,এ পি,কে,এস,এফ ,স্যাপ-বাংলাদেশ এবং সংগঠিত দলসদস্যের সঞ্চয় থেকে সংগ্রহিত অর্থের মাধ্যমে সংস্থার ঋনদান কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে। এই কর্মসূচী পরিচালনা ক্ষেত্রে পি,কে,এস,এফ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পি,কে,এস,এফ-এর আওতায় সংস্থার ঋনদান কর্মসূচীর শুরু থেকে ১৯৯৯ ইং পর্যন্ত বৎসর ভিত্তিক ঋন প্রাপ্তির বিবরণ নিম্নে দেখানো হলোঃ

বৎসর	প্রাপ্ত টাকা	ক্রমপুঞ্জিভূত টাকা
১৯৯২	২,৫০,০০০.০০	২,৫০,০০০.০০
১৯৯৩	৭,০০,০০০.০০	৯,৫০,০০০.০০
১৯৯৪	২১,০০,০০০.০০	৩০,৫০,০০০.০০
১৯৯৫	১৫,০০,০০০.০০	৪৫,৫০,০০০.০০
১৯৯৬	২৯,০০.০০০.০০	৭৪,৫০,০০০.০০
১৯৯৭	৩৯,০০,০০০.০০	১,১৩,৫০,০০০.০০
১৯৯৮	২৮,০০,০০০.০০	১,৪১,৫০,০০০.০০
১৯৯৯	১৪,০০,০০০.০০	১৫৫,৫০,০০০.০০

সংস্থার ঋনদান কর্মসূচীর শুরু থেকে ১৯৯৯ ইং পর্যন্ত পি,কে,এস,এফ থেকে ঋনপ্রাপ্তি রেখা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো।

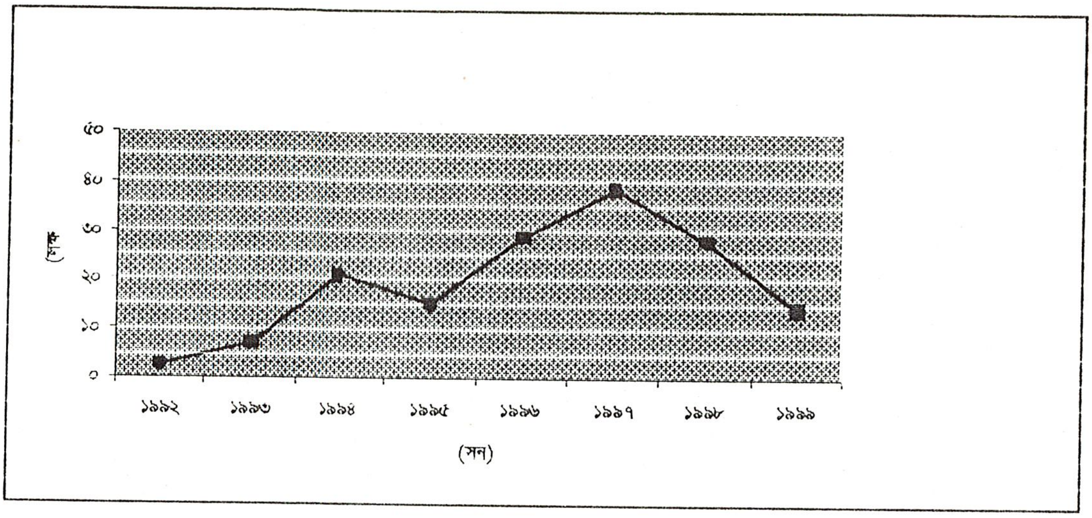

পি,কে,এস,এফ এর আওতায় ঘুর্নায়মান তহবিল হিসাবে ডিসেম্বর ১৯৯৯ইং পর্যন্ত ঋন বিতরণ হয়েছে চার কোটি উনত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার দুই শত টাকা (৪,২৯,৭০,২০০.০০) এবং আদায় হয়েছে তিন কোটি বিরাশি লক্ষ একাত্তর হাজার তিন শত আশি টাকা (৩,৮২,৭১,৩৮০.০০)। এবং বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে স্থিতি আছে ৪৬,৯৮,৮২০.০০ টাকা।

স্যাপ এর আওতায় ঋণ কর্মসূচী :

সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ - বাংলাদেশ এর সহায়তায় মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে সংগঠিত দল সমূহের মাঝে আর্থিক সামর্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে ২,৬০,০০০.০০ টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ঋণ প্রদান করা হয়েছে যা বর্তমানে সার্ভিস চার্জ সহ ঋণ স্থিতির চিএ নিম্নে দেখানো হলো ঃ

বিবরণ	পরিমান
এ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ	১৭,৬০,০০০.০০
এ পর্যন্ত ঋণ আদায়	১৩,৪৬,১২১ .০০
এ পর্যন্ত মাঠে ঋণ স্থিতি	৪,১৩,৮৭৯.০০
এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা	৪২৬ জন
ঋণ আদায়ের হার	

সঞ্চয় ফান্ডে এর আওতায় ঋণ কর্মসূচী :

সঞ্চয় ফান্ডের সহায়তায় এ পর্যন্ত মাঠে ১২২৭ জনের মধ্যে ঋন বিতরন করা হয়েছে ৪৯,৫৪,০০০.০০ টাকা। এ থেকে আদায় হয়েছে ৩৯,৬০,২৯৩.০০ টাকা। বর্তমানে ঋন স্থিতি আছে ৯,৯৩,৭০৭.০০ টাকা।

বিবরণ	পরিমান
এ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ	৪৯,৫৪,০০০.০০
এ পর্যন্ত ঋণ আদায়	৩৯,৬০,২৯৩ .০০
এ পর্যন্ত মাঠে ঋণ স্থিতি	৯,৯৩,৭০৭.০০
এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা	১০৯১ জন
ঋণ আদায়ের হার	৯৭%

নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরনঃ

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল এটা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু এদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠি যাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা নেই । ফলে সারা বৎসর রোগাক্রান্ত হয়ে ভোগতে হয় তাদের আর এ রোগ নিরাময়ের প্রয়োজনীয় ঔষধ ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে পরিমান টাকা ব্যয় হয় তা অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয় না । এই জন্য ধার কর্জ্জ অথবা শেষ সম্বল বিক্রি করতে হয়। স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব দারিদ্রতার একটি অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।তাই সরকারী কর্মকান্ডের পাশাপাশি ও,আর,এ স্বাস্থ্য শিক্ষায় সহায়তা প্রদান করে আসছে স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়গুলো হলো ঃ

- সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার নিশ্চিতকরন
- স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরী ও ব্যবহার করণ
- ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ।

কোন অবস্থার উন্নতি সাধন করতে হলে সচেতনতার পাশাপাশি বস্তুগত সহায়তা প্রদান আবশ্যক। কেননা কর্মীগন এ সকল বিষয়ে যতই শিক্ষা প্রদান করুকনা কেন সে ক্ষেত্রে আশাব্যাঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়না। ফলে ও,আর,এ ১৯৯২ সন থেকে এনজিও ফোরাম এর সহযোগী সংস্থা হিসাবে নিবন্ধনকৃত হওয়ার পর কর্মএলাকায় বস্তুগত সহায়তার কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। তন্মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরী ও টিউবওয়েল বিতরণ। নিম্নে তার একটি অগ্রগতির ছক দেয়া হলো।

"অগ্রগতির ছক"

সন	টিউবওয়ের বিতরন	পায়খানা বিতরন	
		রিং	স্লাব
১৯৯৩	১০টি	-	--
১৯৯৪	১০টি	৪২৫	১৩৩
১৯৯৫	-	১০০	৫০
১৯৯৬	-	১৭৪	৪৮
১৯৯৭	-	৫৯৬	২০২
১৯৯৮	০৫	১২৪০	৪৩২
১৯৯৯		১৭৮০	৬৩২
মোট	২৫ টি	৪৩১৫	১৪৯৭

বৎসর অনুসারে টিওবওয়েল ,রিং,স্লাব এর দন্ড চিত্র নিম্নে প্রদর্শন করা হলো ঃ

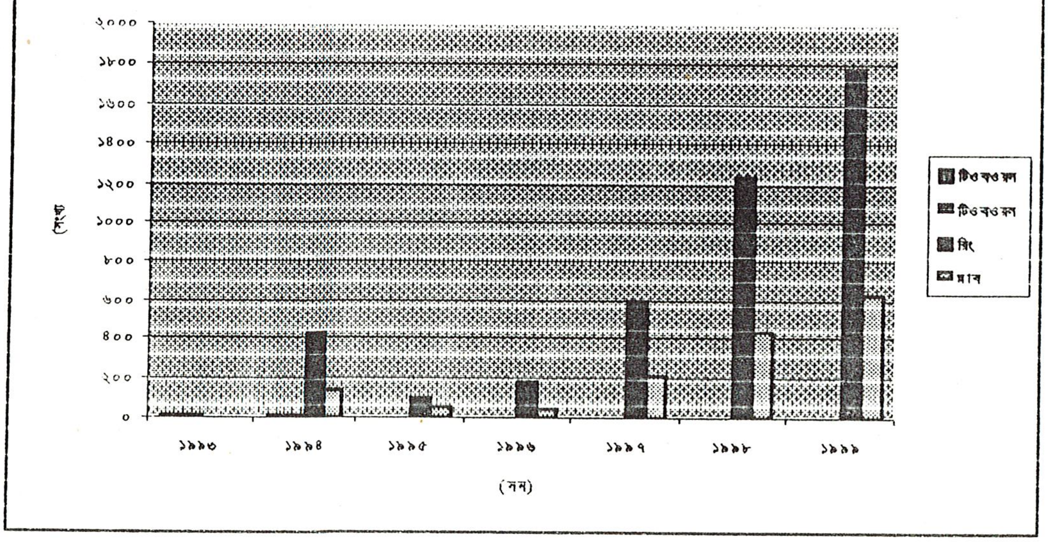

১৯৯৯ সনে ৬৩২ টি পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন বিতরণ হয় ।এছাড়াও এ কর্মসূচীকে যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য এনজিও ফোরমের সহায়তায় বিভিন্ন কার্য্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে যেমন :-

- সর্বস্তরের জনগনকে উদ্ধুদ্ধ করনের জন্য স্থানীয় আলোচনা সভা ।
- সংগঠনের সদস্যাদেরকে নিয়ে উঠান বৈঠক।
- নন স্কুল গার্লস ওরিয়েন্টশন।
- ইমাম/ধর্মীয় নেতাদের ওরিয়েন্টেশন ।
- প্রশিক্ষণ ।
- ওয়ার্কসপ/সেমিনার ।
- স্যানিটেশন সপ্তাহ উদ্‌যাপন।
- বিদ্যালয় কর্মসূচী , র‍্যালী ,ভিডিও প্রদর্শন ইত্যাদি ।

এন,জি,ও ফোরামের সহায়তায় প্রমোশনাল কর্মসূচীর আওতায় বিদ্যালয় র‍্যালী পরিচালনা করছেন করিমগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রীবৃন্দ

<u>বয়স্ক শিক্ষা ঃ</u>

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড এ প্রবাদ বাক্য সর্বজন স্বীকৃত। এই জন্য শিক্ষার মাপ কাঠিতেই একটি দেশের উন্নয়ন ধরা হয়ে থাকে। সে দৃষ্টিতে বিশ্বের মানচিত্রে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান অনেক নীচে। একটি দেশের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য শিক্ষার হার বৃদ্ধিকরণ আবশ্যক। এটা নিশ্চিত ভেবে বলা যায় যে, দেশের সার্বিক উন্নয়ন করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি বয়স্ক নিরক্ষরদেরকে সাক্ষর সম্পন্ন করে তুলতে হবে। ও,আর,এ -এর কর্ম এলাকায় নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর সম্পন্ন করে এমন এক অবস্থানে নিয়ে যেতে চায় যাতে করে তারা সকল শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে তারা বিদ্যমান সমাজে তাদের অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয় পূর্বক বিরাজিত সমস্যা সমাধানের পথ বের করতেও সামর্থ হয়। ও,আর,এ -এর এ কার্যক্রমকে তরান্বিত করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর। ও,আর,এ - ১৯৯৭ সন থেকে অত্র অধিদপ্তরের সহায়তায় গৃহিত কর্মসূচীর তথ্য নিম্নে দেখানো হলোঃ

বৎসর	থানার নাম	জেলার নাম	প্রকল্প নং	পর্যায়	কেন্দ্রের সংখ্যা			শিক্ষার্থীর সংখ্যা		
					পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১৯৯৭	করিমগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ	০১	১ম	০৮	২২	৩০	২৪০	৬৬০	৯০০
১৯৯৮	করিমগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ	০১	২য়	১৯	২৬	৪৫	৫৭০	৭৮০	১৩৫০
১৯৯৮	হোসেনপুর	কিশোরগঞ্জ	০১	২য়	১৬	২৯	৪৫	৪৮০	৮৭০	১৩৫০
১৯৯৯	করিমগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ	০১	৩য়	১১	১৯	৩০	৩৩০	৫৭০	৯০০
১৯৯৯	হোসেনপুর	কিশোরগঞ্জ	০১	৩য়	১০	২০	৩০	৩০০	৬০০	৯০০
১৯৯৯	হোসেনপুর	কিশোরগঞ্জ	০১	৪র্থ	১৬	২৯	৪৫	৪৮০	৮৭০	১৩৫০
১৯৯৯	ভৈরব	কিশোরগঞ্জ	০২	৪র্থ	১৬	২৯	৪৫	৪৮০	৮৭০	১৩৫০
১৯৯৯	রায়পুরা	নরসিংদী	০২	৫ম	১৯	২৬	৪৫	৫৭০	৭৮০	১৩৫০

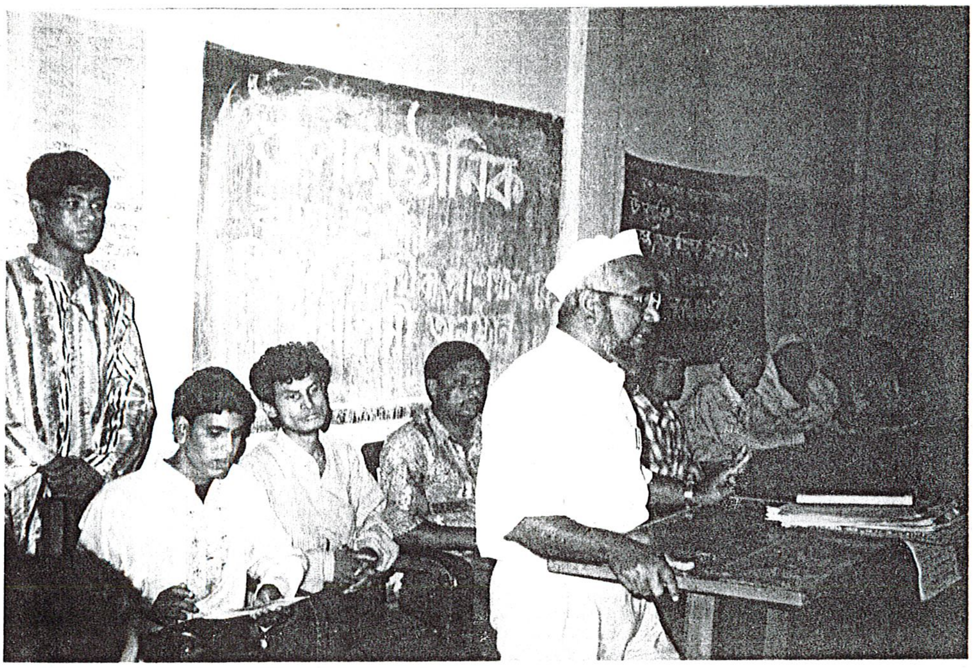

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রকল্প-২ এর আওতায় ভৈরব থানায় শিক্ষক প্রশিক্ষনের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ভৈরব থানার মাননীয় থানা নির্বাহী কর্মকর্তা।

স্থানীয় নির্ভর কৃষি ফার্মিং ব্যবস্থা ঃ

১৯৯৮ সনের বন্যায় দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানায়ও এর ব্যপকতা লক্ষ্য করা য়ায় । সকল কর্মসূচী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কৃষকগন দিশেহারা হয়ে পড়ে। ঠিক এই মূহুর্তে বন্যার পরপরই কেয়ার - বাংলাদেশ কৃষকদের উন্নতিকল্পে হাত বাড়ায় " স্থানীয় নির্ভর কৃষি ফার্মিং ব্যবস্থার মাধ্যমে"। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো কৃষকগনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে , পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যের নিরাপত্তা বিধান করা।

কর্মসূচীর সার্বিক অগ্রগতি

কর্মী			পার্গের সংখ্যা			সদস্য সংখ্যা		
পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
০৫	০২	০৭	২৯	৭	৩৬	৭১৮	২০২	৯২০

'লাইফ' কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ঠ হলো যে কৃষকদের প্রতিটি বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া।

(উপরের ছবিতে ধান ক্ষেতে সবজী চাষের কলা কৌশল বুঝিয়ে দিচেছন ও,আর,এ-এর কর্মী জনাব সোহেল)

এ ছাড়াও এ কর্মসূচীর উল্লেখ যোগ্য কৌশল ছিল ঃ

ক) প্রশিক্ষণ

খ) শিখন সভা (মাঠ পর্যায়ে)

গ) আইলে সব্জী চাষ

ঘ) ধান ক্ষেতে মাছ চাষ

ঙ) পুকুরে মাছের চাষ

চ) মাঠ দিবস উদ্‌যাপন

(এমনি একটি মাঠ দিবসেপ্রধান অথিতীর আসনে উপবিষ্ট আছেন কেয়ার -এর কর্মকর্তা জনাব মফিজুর রহমান)

পুকুরে মাছের মিশ্র চাষ ঃ

কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের আওতায় প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের সহায়তায় ২০ টি পুকুরের মাঝে উল্লেখিত প্রকল্প চালু হয়। এর উদ্দেশ্য হলো চাষীদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞান সম্মতভাবে মাছের চাষ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করে নিজেদের পুষ্টির চাহিদা পূরন করা ও অতিরিক্ত আয় করা।

নিম্নে কর্মসূচী তথ্য দেয়া হলো।

পুকুরের সংখ্যা	পুকুরের ধরন	পুকুরের গড় সাইজ	পোনা মজুদের পরিমান ও সাইজ	মোট উৎপাদন খরচ	অনুমিত আয়
২০	পেরিনাল	৩০ শতাংশ	২৪,০০০টি	৫৭,০০০.০০	১,০৪,৪৯৭.০০

প্রশিক্ষণ ঃ

সৃস্টির সেরা জীব হলো মানুষ। কেননা জ্ঞান-বুদ্ধি,সৃজনশীলতা ও বিভিন্ন দিকের প্রতিভা সম্মলিত জীব হলো মানুষ। সুতরাং সেই মানুষের মাঝে আছে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা। দেখা যায় যে এ সৃষ্টির ক্ষমতা কারও মাঝে সুপ্ত অবস্থায় থাকে আবার কারও সৃষ্টির ক্ষমতা প্রকাশিত হলেও উপযুক্ত পরিবেশ বা নূন্যতম সহায়তার অভাবে প্রসার লাভে বিঘ্ন ঘটে। তাই এ সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। এই অপরিসীমতা অনুধাবন করে ও,আর,এ শুরু থেকে সংগঠনের সদস্য/ সদস্যাদের মাঝে দু ধরনের প্রশিক্ষনের উপর জোর দিয়ে আসছে তা হলো মানবিক ও দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ ।

ক) মানবিক উন্নয়ন ঃ

মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষনের মূল লক্ষ্য হলো বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষন করে সংগঠিত বিত্তহীন সংগঠনের সদস্য/সদস্যাদের এমন ভাবে সচেতন করা হয় যাতে করে তারা তাদের দারিদ্রতার কারণ ও উৎস সমূহ চিহ্নিত করার মাধ্যমে নিজেদের বিরাজমান সমস্যা সমাধানের পথ খুজে বের করে সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহনের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। শুধু তাই নয় সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব সৃষ্টি, দলগত চেতনার উন্মেষ, আয় সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারনা দেয়াও এ জাতীয় প্রশিক্ষণের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত। ও,আর,এ মনে করে যে মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ জাগরণ প্রক্রিয়ারই একটি অংশ এবং জাগরণ ব্যতিত উন্নয়ন আশা করাটা অবান্তর। বর্ণিত লক্ষ্য ও দৃষ্টিভংগিকে সামনে রেখেই ও,আর.এ মানবিক উন্নয়ন বিষয়ক নানাবিধ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে।

খ) দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ ঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রতিটি মানুষেই কিছু না কিছু সৃষ্টির ক্ষমতা / দক্ষতা রাখে । এই ক্ষমতা/দক্ষতাকে এক ধাপ এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণের । সংগঠিত গ্রাম সংগঠন সমূহের সদস্য/সদস্যাদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান,পণ্যের মান উন্নয়ন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ও,আর,এ দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষন প্রদান করে থাকে। কেননা লাভ জনক কিংবা আয় বৃদ্ধি মূলক প্রকল্প পরিচালনা না করতে পারলে প্রয়োজনীয় সম্পদ সমাবেশ করা আদৌ সম্ভবপর নহে। আর লাভজনক প্রকল্প মানেই প্রয়োজনীয় দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব যে কোন সম্ভাবনাময় প্রকল্পকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে একটা বিষয় পরিস্কার যে পুঁজি সৃষ্টি, বিনিয়োগ দক্ষতা, প্রত্যাশিত অর্জন এবং ফলাফল অর্থাৎ সামর্থ তৈরী ও উন্নয়ন প্রভৃতি পরস্পর নির্ভরশীল বিষয়। সুতরাং উন্নয়ন করতে হলে দক্ষ জন শক্তি তৈরী করে যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়।

কর্মী প্রশিক্ষন ঃ

উপরে উল্লেখিত সংগঠন ভিত্তিক প্রশিক্ষন ব্যতিরেকেও ও.আর.এ দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও অব্যহত রেখেছে এর জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী প্রশিক্ষন প্রদানের উপর জোর দিয়ে আসছে। ও.আর.এ বিশ্বাস করে যে, প্রশিক্ষন সকল সমস্যা সমাধান করতে না পারলেও প্রতিটি কাজের জন্য একটি পথ নির্দেশিকা দিতে পারে।কিন্তু তা করতে চাইলে চাই কর্মীর জ্ঞান, দক্ষতা,ও দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন। ও.আর.এ- সে লক্ষে তার কর্মীদেরকে নিজস্ব প্রশিক্ষকবৃন্দ এডাব,এনজিও ফোরাম এবং পি,কে,এস,এফ, সহ অন্যান্য এনজিও এর সহায়তায় মানবিকও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষন প্রদান করে আসছে ।

প্রশিক্ষণ প্রদানের তালিকা (ছক)

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	সহায়তাকারী সংস্থা	মেয়াদ কাল	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা		মোট
				পুরুষ	মহিলা	
০১	শিক্ষক প্রশিক্ষণ	ডি এন এফ পি	১০ দিন			
০২	রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ	,,	০৫ দন			
০৩	বার্ষিক কর্মসূচী পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভা	এনজিও ফোরাম	২ দিন	০১জন	-	০১
০৪	আই আর পি ম্যানেজমেন্ট	,,	৪ দিন	০১জন		০১
০৫	বাকেট ট্রিটমেন্ট ইউনিট এর ওরিয়েন্টশন	,,	০১ দিন	০১জন	-	০১
০৬	পিআরএ পদ্ধতির প্রশিক্ষণ	,,	০১ দিন	০১জন	-	০১
০৬	কমিউনিটি বিত্তিক ওয়াটস্যন মনিটরিং প্রশিক্ষণ	,,	০৫দিন	০১জন	-	০১
০৭	প্রশিক্ষণ ফলোআপ ওঅভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা	,,	০১দিন	০১জন	-	০১
০৮	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ নেটওয়ার্ক	,,	০১দিন	০১জন	-	০১
০৯	ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীর কর্মশালা	,,	০১দিন	০১জন	-	০১
১০	সামাজিক উন্নয়ন কমিটি	,,	০১দিন	০১জন	-	০১
১১	রিং ও স্লাব তৈরী প্রশিক্ষ	,,	০১দিন	০১জন	-	০১
১২	উন্নয়ন যোগাযোগ প্রশিক্ষন	স্যাপ	০১দিন	০১জন	-	০১
১৩	কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর	কেয়ার -বাংলাদেশ	২১দিন	০৭জন	-	০৭
১৪	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ নেটওয়ার্ক	এনজি ফোরাম	০২দিন	০১জন	-	০১
১৫	কর্মশালায় নারী ইউপি সদস্য	এডাব	০১দিন	০২জন		০২

সংগঠিত দলের দলীয় সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের তালিকা (ছক)

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা			যাদের জন্য প্রযাজ্য দলীয় সদস্য
			পুরুষ	মহিলা	মোট	
০১	নের্তত্ব উন্নয়ন ও দল ব্যবস্থাপন	০৪	-	৮০	৮০	,,
০২	পুকুরে মাছের মিশ্র চাষ	০২	৩৬	০৪	৪০	

গণতন্ত্রায়ানও ভোটার এডোকেশন ঃ

গণতন্ত্রায়নের প্রথম শর্ত হলেও ভোটার অধিকার নিশ্চিত করা। ও,আর,এ, তার লক্ষিত জনাগোষ্ঠীর মাঝে গনতন্ত্র ও ভোটার এডোকেশন সংক্রান্ত কর্মসূচি চালিয়ে আসছে । কর্মসূচির কৌশলগুলো হলো।

ক।　দলীয় মিটিং এর মাধ্যমে তাদের সচেতন করা।
খ।　নাগরিক সমাজের সাথে আলোচনা করা　।
গ।　লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জনসমাবেশ করা।

বৃক্ষ রোপন ঃ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বণায়ন । একটি দেশের পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন নূন্যতম ২৫% বণায়ন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের বর্তমান বণায়ন মাত্র ৭%। পরিবেশের বিরুপতা যে কোন মুহুর্তে সকল কিছু তছনছ করে দিতে পারে । তাই পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা আজ বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট হুমকী স্বরুপ । তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সরকারী বিভিন্ন কর্মসূচীর সম্পুরক হিসাবে ও,আর,এ তার কর্ম এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নাম মাত্র মূল্যে ভূমিহীনদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ । গত ১৯৯৯ সনে ভূমীহীনদের মাঝে ২০০০ চারা বিতরন করা হয়।

এইড্‌স ও মাদকাশক্তি প্রতিরোধ কর্মসূচী ঃ

এইড্‌স ওমাদকাশক্তি বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এর প্রাদুর্ভাব বেড়েই চলছে। ও,আর,এ তার ক্ষমতা অনুযায়ী নিজস্ব ফান্ডের মাধ্যমে এর প্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সর্বস্থরের জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে। কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য দিক হলো আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন ,র‌্যালী ও মাইকিং করা।

ভূমি সংস্কার ঃ

এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এ,এল,আর,ডি) কর্তৃক ভূমি সংস্কার তথা গ্রামীন জনপদে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করে ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বিতরণের লক্ষ্যে ও,আর,এ এ,এল,আর,ডি এর সহায়তায় কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক থানা পর্যায়ে খাস জমি বিতরণ কমিটির একজন সদস্য।

সাপোর্ট সার্ভিস কর্মসূচীঃ

সংস্থার কর্মকান্ড ছাড়াও নির্বাহী পরিচালক তৃণমূল জনসংগঠনের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহন,সেমিনারের আয়োজন ও পরিচালনা করে আসছেন। এডাব ময়মনসিংহ চাপ্টারের সভাপতি হিসাবে এনজিও সেক্টরের জন্য দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা সমিতি সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা সভায় অংশগ্রহন করে আসছেন।

(এডাব ময়মনসিংহে অনুসংগঠনের সাধারন সভায় সভাপতিত্ব করছেন ও,আর,এ-এর নির্বাহী পরিচালক এবং পাশে উপবিষ্ট আছেন এডাব-এর পরিচালক জনাব শামছুল হুদা ও কর্মসূচী সমন্বয়কারী)

বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনঃ

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বিগত বৎসরেও সংস্থায় বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এসকল দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করে আলোচনা অনুষ্ঠান ,র‌্যালী ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে।

(পহেলা বৈশাখ ১৪০৬ সাল উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‌্যালীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক)

উপসংহার ঃ

উপসংহারে বলা যায় অধিকার আদায় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সামর্থ্যতা অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন কোন কথার কথা নয়। এটা একটা প্রক্রিয়ার ব্যাপারতো বটেই সময়েরও ব্যাপার। বিত্তহীনদের আজকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের অবস্থান যেমন একদিনে ঘটেনি,ঠিক তেমনি এ অবস্থান থেকে তাদের উত্তরনও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটবেনা। তবে আমাদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে দায়ীত্বশীল ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে যেতে হবে। বস্তুত পক্ষে পৃথিবীতে কোন চেষ্টাই আজ পর্যন্ত বৃথা যায়নি ,যদিনা সে চেষ্টায় আন্তরিকতা ও অংগীকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অভাব না ঘটে। ও,আর,এ মনে করে যদি তাদের দায়িত্বশীল কর্মীবাহিনীকে নিয়ে তার কর্ম এলাকায় সংগঠিত দলসদস্যদের নিয়ে আন্তরিকতার সহিত কাজ করে যায় তবে , জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে।
ও,আর,এ প্রকৃত পক্ষে চায় সামর্থ্য অনুযায়ী লক্ষীত জনগোষ্ঠীর মাঝে অংশগ্রহন ও অংশীদারিত্ব ভিত্তিক কর্মপ্রচেষ্টা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগনের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন।

সাধারন পরিষদের সদস্য বৃন্দের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা	পেশা
০১	মোঃ রেজাউল হেলালী	সভপতি	কলাবাগান প্রথম লেইন,ধানমন্ডী- ঢাকা।	বেসরকারী সংস্থায় চাকুরীজীবি
০২	মতিউর রহমান	সহ-সভাপাতি	করিমগঞ্জ	ব্যবসায়ী
০৩	ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম	সচিব	গ্রাম ,রামনগর, পোঃ জয়কা,করিমগঞ্জ	বেসরকারী সংস্থায় চাকুরীজীবি
০৪	এম,এ,প্রধান	কোষাধক্ষ্য	২৫৮/ ৫,কাজী কুটীর,নীমতলা, রায়ের বাজার,ঢাকা	বেসরকারী সংস্থায় চাকুরীজীবি
০৫	মিঃ শুশিল কুমার রায়	সদস্য	রাখাল চন্দ্র বসাক লেন,তাঁতি বাজার,ঢাকা	বেসরকারী সংস্থায় চাকুরীজীবি
০৬	সাঈদা সোখায়না	সদস্য	গ্রামঃ নানশ্রী,করিমগঞ্জ	বেসরকারী সংস্থায় চাকুরীজীবি
০৭	মোঃ নুরুল ইসলাম	সদস্য	কলাবাগ,জয়কা, করিমগঞ্জ	সমাজ সেবক ও ব্যবসায়ী
০৮	মোঃ বদরুল ইসলাম	সদস্য	রামনগর ,জয়কা, করিমগঞ্জ-কিশোরগঞ্জ	সমাজ সেবক
০৯	মোঃ মাহবুবুল আলম	সদস্য	কালিয়াকান্দা,যশোদল,কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী সংস্থায় চাকুরীজীবি
১০	সেলিনা আক্তার	সদস্য	৩৯,পি.আজিমপুর কলোনী-ঢাকা	বেসরকারী সংস্থায় চাকুরীজীবি
১১	সুলতান মাহমুদ	সদস্য	বাদেশ্রী রামপুর,জঙ্গলবাড়ী-কিশোরগঞ্জ	ব্যবসায়ী
১২	মোঃ হুমায়ুন	সদস্য	নানশ্রী ,করিমগঞ্জ-কিশোরগঞ্জ	ব্যবসায়ী
১৩	ফারজানা রহমান	সদস্য	৮৫, আজিমপুর কলোনী , আজিমপুর -ঢাকা	সমাজসেবক

কার্যকরী পরিষদের সদস্য ঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ঠিকানা	পেশা
০১	মোঃ রেজাউল হেলালী	সভাপতি	১২০, কলাবাগান,প্রথমগলি,ধানমন্ডী,ঢাকা।	বেসকারী সংস্থায় চাকুরীজিবী
০২	মতিউর রহমান	সহ-সভাপতি	করিমগঞ্জ , কিশোরগঞ্জ	ব্যবসায়ী
০৩	ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম	সচিব	গ্রাম ,রামনগর, পোঃ জয়কা,করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী সংস্থায় াকুরীজীবি
০৪	এম,এ, প্রধান	কোষাধক্ষ্য	২৫৮/ ৫,কাজী কুটীর,নীমতলা, রায়ের বাজার,ঢাকা	বেসরকারী সংস্থায় াকুরীজীবি
০৫	মিঃ শুশিল কুমার রায়	সদস্য	রাখাল চন্দ্র বসাক লেন,তাঁতি বাজার,ঢাকা	বেসরকারী সংস্থায় াকুরীজিবী
০৬	সাঈদা সোখায়না	সদস্য	গ্রামঃ নানশ্রী,করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	সমাজসেবক
০৭	সেলিনা আক্তার	সদস্য	৫৪,ই আজিমপুর কলোনী-ঢাকা	বেসরকারীসংস্থায় চাকুরীজীবি

দাতা সদস্য ঃ

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
০১	আলহাজ ফকির মোঃ ইদ্রীছ	গ্রামঃ রামনগর, পোঃ জয়কা ,করিমগঞ্জ
০২	ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম	গ্রামঃ রামনগর, পোঃ জয়কা ,করিমগঞ্জ
০৩	মরহুম আলহাজ মোঃ ছাইদুর রহমান এড্ভোকেট	কালীবাড়ী রোড ,কিশোরগঞ্জ
০৪	সাঈদা সোখায়না	গ্রাম ,নানশ্রী, পোঃ জয়কা, করিমগঞ্জ
০৫	মোঃ শফিকুল হক চৌধুরী	প্রধান নির্বাহী , আশা,শ্যামলী -ঢাকা।
০৬	মোছাঃ জাহানারা সাঈদ	নানশ্রী, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
০৭	মিঃ শুশিল কুমার রায়	রাখাল চন্দ্র বসাক লেন,তাঁতি বাজার,ঢাকা
০৮	এস,এম মোর্শেদ	প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ওয়ার্লড ফুড প্রোগ্রাম -ঢাকা
০৯	মোহাম্মদ আলী	গ্রামঃ জঙ্গলবাড়ী ,করিমগঞ্জ , কিশোরগঞ্জ ।
০০	এস,মাহমুদ চৌধুরী	প্রশিক্ষণ সমম্বয়কারী ,সেভ দি চিল্ড্রেন -ঢাকা
১১	আঃ ছাত্তার মিয়াজী	পাঠ মন্ত্রীর একান্ত সচীব ৫৪,ই,(পুরাতন) আজিমপুর এষ্টেট ,ঢাকা